দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশাবলী

এই অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এই রাজবংশের সদস্যরা মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র শশাদের বংশধর।

শ্রীরামচন্দ্রের বংশ তালিকায় তাঁর পুত্র কুশ থেকে যথাক্রমে অতিথি, নিষধ, নভ, পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অনীহ, পারিযাত্র, বলস্থল, বজ্রনাভ, সগণ এবং বিধৃতি। এই মহাপুরুষেরা সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন। বিধৃতি থেকে হিরণ্যনাভ, যিনি জৈমিনির শিষ্য হয়ে যোগের পন্থা প্রবর্তন করেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর কাছে দীক্ষিত হন। এই বংশে পুষ্প, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র এবং মরু জন্মগ্রহণ করেন। মরু যোগসিদ্ধি লাভ করেন, এবং তিনি এখনও কলাপ নামক গ্রামে বাস করছেন। এই কলিযুগের পর তিনি সূর্যবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। এই বংশে তার পরে রয়েছেন প্রসুশ্রুত, সন্ধি, অমর্ষণ, মহাস্বান্, বিশ্ববাহু, প্রসেনজিৎ, তক্ষক এবং বৃহদ্বল, যিনি অভিমন্যুর দ্বারা নিহত হন। শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, এই সমস্ত রাজারা গত হয়েছেন। বৃহদ্বলের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা হবেন বৃহদ্রণ, উরুক্রিয়, বৎসবৃদ্ধ, প্রতিব্যোম,. ভানু, দিবাক, সহদেব, বৃহদশ্ব, ভানুমান্, প্রতীকাশ্ব, সুপ্রতীক, মরুদেব, সুনক্ষত্র, পুষ্কর, অন্তরিক্ষ, সুতপা, অমিত্রজিৎ, বৃহদ্রাজ, বর্হি, কৃতঞ্জয়, রণঞ্জয়, সঞ্জয়, শাক্য, শুদ্ধোদ, লাঙ্গল, প্রসেনজিৎ, ক্ষুদ্রক, রণক, সুরথ এবং সুমিত্র। তাঁরা সকলেই একের পর এক রাজা হবেন। সুমিত্র এই কলিযুগে আবির্ভূত হয়ে ইক্ষ্বাকুবংশের শেষ রাজা হবেন; তারপর এই বংশ লুপ্ত হয়ে যাবে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

কুশস্য চাতিথিস্তস্মান্নিষধস্তৎসুতো নভঃ ।
পুণ্ডরীকোঽথ তৎপুত্রঃ ক্ষেমধন্বাভবত্ততঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **কুশস্য**—শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের; **চ**—ও; **অতিথিঃ**—অতিথি; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **নিষধঃ**—নিষধ; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **নভঃ**—নভ; **পুণ্ডরীকঃ**—পুণ্ডরীক; **অথ**—তারপর; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **ক্ষেমধন্বা**—ক্ষেমধন্বা; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ এবং নিষধের পুত্র নভ। নভের পুত্র পুণ্ডরীক এবং পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা।

শ্লোক ২

দেবানীকস্ততোঽনীহঃ পারিযাত্রোঽথ তৎসুতঃ ।
ততো বলস্থলস্তস্মাদ্ বজ্রনাভোঽর্কসম্ভবঃ ॥ ২ ॥

দেবানীকঃ—দেবানীক; **ততঃ**—ক্ষেমধন্বা থেকে; **অনীহঃ**—দেবানীক থেকে অনীহ নামক পুত্রের জন্ম হয়; **পারিযাত্রঃ**—পারিযাত্র; **অথ**—তারপর; **তৎ-সুতঃ**—অনীহের পুত্র; **ততঃ**—পারিযাত্র থেকে; **বলস্থলঃ**—বলস্থল; **তস্মাৎ**—বলস্থল থেকে; **বজ্রনাভঃ**—বজ্রনাভ; **অর্ক-সম্ভবঃ**—সূর্যদেব থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র অনীহ, অনীহের পুত্র পারিযাত্র এবং পারিযাত্রের পুত্র বলস্থল। সূর্যদেবের অংশসম্ভূত ব্রজ্রনাভ বলস্থলের পুত্র।

শ্লোক ৩-৪

সগণস্তৎসুতস্তস্মাদ্ বিধৃতিশ্চাভবৎ সুতঃ ।
ততো হিরণ্যনাভোঽভূদ্ যোগাচার্যস্তু জৈমিনেঃ ॥ ৩ ॥
শিষ্যঃ কৌশল্য আধ্যাত্মং যাজ্ঞবল্ক্যোঽধ্যগাদ্ যতঃ ।
যোগং মহোদয়মৃষির্হৃদয়গ্রন্থিভেদকম্ ॥ ৪ ॥

সগণঃ—সগণ; **তৎ**—এই (বজ্রনাভের); **সুতঃ**—পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **বিধৃতিঃ**—বিধৃতি; **চ**—ও; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **সুতঃ**—তাঁর পুত্র;

ততঃ—তাঁর থেকে; **হিরণ্যনাভঃ**—হিরণ্যনাভ; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **যোগ-আচার্য**—যোগ-দর্শনের প্রবর্তক; **তু**—কিন্তু; **জৈমিনেঃ**—জৈমিনিকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করার ফলে; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **কৌশল্যঃ**—কৌশল্য; **আধ্যাত্মম্**—আধ্যাত্মিক; **যাজ্ঞবল্ক্যঃ**—যাজ্ঞবল্ক্য; **অধ্যগাৎ**—অধ্যয়ন করেছিলেন; **যতঃ**—তাঁর থেকে (হিরণ্যনাভ); **যোগম্**—যোগ অনুষ্ঠান; **মহা-উদয়ম্**—অত্যন্ত মহান; **ঋষিঃ**—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য; **হৃদয়-গ্রন্থি-ভেদকম্**—যোগ, যা জড় আসক্তিরূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলতে পারে।

অনুবাদ

বজ্রনাভের পুত্র সগণ এবং তাঁর পুত্র বিধৃতি। বিধৃতির পুত্র হিরণ্যনাভ, যিনি জৈমিনির শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন এবং এক মহান যোগাচার্য হয়েছিলেন। এই হিরণ্যনাভ থেকেই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য অধ্যাত্মযোগ নামক যোগের অত্যন্ত মহান পন্থা শিক্ষালাভ করেছিলেন, যা জড় আসক্তিরূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলতে পারে।

শ্লোক ৫

পুষ্পো হিরণ্যনাভস্য ধ্রুবসন্ধিস্ততোঽভবৎ ।
সুদর্শনোঽথাগ্নিবর্ণঃ শীঘ্রস্তস্য মরুঃ সুতঃ ॥ ৫ ॥

পুষ্পঃ—পুষ্প; **হিরণ্যনাভস্য**—হিরণ্যনাভের পুত্র; **ধ্রুবসন্ধিঃ**—ধ্রুবসন্ধি; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **অভবৎ**—উৎপন্ন হয়েছিলেন; **সুদর্শনঃ**—ধ্রুবসন্ধি থেকে সুদর্শনের জন্ম হয়; **অথ**—তারপর; **অগ্নিবর্ণঃ**—সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ; **শীঘ্রঃ**—শীঘ্র; **তস্য**—তাঁর (অগ্নিবর্ণের); **মরুঃ**—মরু; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প এবং পুষ্পের পুত্র ধ্রুবসন্ধি। ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন, যাঁর পুত্র অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র এবং তাঁর পুত্র মরু।

শ্লোক ৬

সোঽসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঃ ।
কলেরন্তে সূর্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ ॥ ৬ ॥

সঃ—তিনি; **অসৌ**—মরু নামক ব্যক্তি; **আস্তে**—এখনও বর্তমান রয়েছেন; **যোগ-সিদ্ধঃ**—যোগশক্তির সিদ্ধি; **কলাপ-গ্রামম্**—কলাপগ্রাম নামক স্থানে; **আস্থিতঃ**—

তিনি এখনও বাস করছেন; **কলেঃ**—এই কলিযুগের; **অন্তে**—শেষে; **সূর্য-বংশম্**—সূর্যবংশ; **নষ্টম্**—নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর; **ভাবয়িতা**—পুত্র উৎপাদনের দ্বারা মরু প্রবর্তন করবেন; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

এই মরু যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ করে কলাপগ্রামে এখনও অবস্থান করছেন। কলিযুগের শেষে তিনি এক পুত্র উৎপাদন করে পুনরায় সূর্যবংশের প্রবর্তন করবেন।

তাৎপর্য

অন্ততপক্ষে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কলাপগ্রামে মরুর অস্তিত্ব নির্ধারণ করেছেন, এবং বলেছেন যে, যোগসিদ্ধ শরীর প্রাপ্ত হয়ে তিনি কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত অর্থাৎ চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর পর্যন্ত অবস্থান করবেন। যোগসিদ্ধির প্রভাব এমনই। সিদ্ধযোগী প্রাণায়ামের দ্বারা যতদিন ইচ্ছা বেঁচে থাকতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্র থেকে কখনও কখনও আমরা জানতে পারি যে, ব্যাসদেব, অশ্বত্থামা প্রমুখ ব্যক্তিরা এখনও বেঁচে আছেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, মরু এখনও পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন। মরণশীল শরীর এত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে শুনে, আমরা কখনও কখনও বিস্মিত হই। এত দীর্ঘ আয়ুর বিশ্লেষণ করা হয়েছে *যোগসিদ্ধ* শব্দটির দ্বারা। কেউ যদি যোগসিদ্ধি লাভ করেন, তা হলে তিনি যতদিন ইচ্ছা বেঁচে থাকতে পারেন। কয়েকটি তুচ্ছ ভেলকিবাজির প্রদর্শন যোগসিদ্ধি নয়। এখানে সিদ্ধির প্রকৃত দৃষ্টান্ত—*যোগসিদ্ধ* ব্যক্তি যতদিন ইচ্ছা বেঁচে থাকতে পারেন।

শ্লোক ৭

তস্মাৎ প্রসুশ্রুতস্তস্য সন্ধিস্তস্যাপ্যমর্ষণঃ ।
মহস্বাংস্তৎসুতস্তস্মাদ্ বিশ্ববাহুরজায়ত ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ—মরু থেকে; **প্রসুশ্রুতঃ**—তাঁর পুত্র প্রসুশ্রুত; **তস্য**—প্রসুশ্রুতের; **সন্ধিঃ**—সন্ধি নামক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (সন্ধির); **অপি**—ও; **অমর্ষণঃ**—অমর্ষণ নামক পুত্র; **মহস্বান্**—অমর্ষণের পুত্র; **তৎ**—তাঁর; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে (মহস্বান্ থেকে); **বিশ্ববাহুঃ**—বিশ্ববাহু; **অজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, প্রসুশ্রুতের পুত্র সন্ধি, সন্ধি থেকে অমর্ষণ এবং অমর্ষণের পুত্র মহস্বান্। মহস্বান্ থেকে বিশ্ববাহুর জন্ম হয়।

শ্লোক ৮

ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ তক্ষকো ভবিতা পুনঃ ।
ততো বৃহদ্বলো যস্তু পিত্রা তে সমরে হতঃ ॥ ৮ ॥

ততঃ—বিশ্ববাহু থেকে; **প্রসেনজিৎ**—প্রসেনজিৎ নামক পুত্রের জন্ম হয়; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **তক্ষকঃ**—তক্ষক; **ভবিতা**—জন্ম হয়; **পুনঃ**—পুনরায়; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **বৃহদ্বলঃ**—বৃহদ্বল নামক পুত্র; **যঃ**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **পিত্রা**—পিতার দ্বারা; **তে**—আপনার; **সমরে**—যুদ্ধে; **হতঃ**—নিহত হয়েছেন।

অনুবাদ

বিশ্ববাহু থেকে প্রসেনজিতের জন্ম হয়। প্রজেনজিৎ থেকে তক্ষক এবং তক্ষক থেকে বৃহদ্বলের জন্ম হয়, যিনি যুদ্ধে আপনার পিতা কর্তৃক নিহত হন।

শ্লোক ৯

এতে হীক্ষ্বাকুভূপালা অতীতাঃ শৃণুনাগতান্ ।
বৃহদ্বলস্য ভবিতা পুত্রো নাম্না বৃহদ্রণঃ ॥ ৯ ॥

এতে—তাঁরা সকলে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ইক্ষ্বাকু-ভূপালাঃ**—ইক্ষ্বাকুবংশের রাজারা; **অতীতাঃ**—তাঁরা সকলে মৃত এবং গত হয়েছেন; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **অনাগতান্**—যাঁরা ভবিষ্যতে আসবেন; **বৃহদ্বলস্য**—বৃহদ্বলের; **ভবিতা**—হবে; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **নাম্না**—নামক; **বৃহদ্রণঃ**—বৃহদ্রণ।

অনুবাদ

ইক্ষ্বাকু বংশের এই সমস্ত রাজারা গত হয়েছেন। এখন ভবিষ্যতে যাঁদের জন্ম হবে, তাঁদের কথা বলছি শ্রবণ করুন। বৃহদ্বলের বৃহদ্রণ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন।

শ্লোক ১০

উরুক্রিয়ঃ সুতস্তস্য বৎসবৃদ্ধো ভবিষ্যতি ।
প্রতিব্যোমস্ততো ভানুর্দিবাকো বাহিনীপতিঃ ॥ ১০ ॥

উরুক্রিয়ঃ—উরুক্রিয়; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য**—উরুক্রিয়ের; **বৎস-বৃদ্ধঃ**—বৎসবৃদ্ধ; **ভবিষ্যতি**—জন্মগ্রহণ করবেন; **প্রতিব্যোমঃ**—প্রতিব্যোম; **ততঃ**—বৎসবৃদ্ধ থেকে; **ভানুঃ**—(প্রতিব্যোম থেকে) ভানু নামক এক পুত্র; **দিবাকঃ**—ভানুর থেকে দিবাক নামক এক পুত্র; **বাহিনী-পতিঃ**—এক মহান্ সেনাপতি।

অনুবাদ

বৃহদ্রথের পুত্র হবেন উরুক্রিয়, যাঁর বৎসবৃদ্ধ নামক এক পুত্র হবে। বৎসবৃদ্ধের প্রতিব্যোম নামক এক পুত্র হবে, এবং প্রতিব্যোমের ভানু নামক এক পুত্র হবে, যাঁর থেকে দিবাক নামক এক মহান সেনাপতির জন্ম হবে।

শ্লোক ১১

সহদেবস্ততো বীরো বৃহদশ্বোঽথ ভানুমান্ ।
প্রতীকাশ্বো ভানুমতঃ সুপ্রতীকোঽথ তৎসুতঃ ॥ ১১ ॥

সহদেবঃ—সহদেব; **ততঃ**—দিবাক থেকে; **বীরঃ**—এক মহান বীর; **বৃহদশ্বঃ**—বৃহদশ্ব; **অথ**—তাঁর থেকে; **ভানুমান্**—ভানুমান্; **প্রতীকাশ্বঃ**—প্রতীকাশ্ব; **ভানুমতঃ**—ভানুমান্ থেকে; **সুপ্রতীকঃ**—সুপ্রতীক; **অথ**—তারপর; **তৎ-সুতঃ**—প্রতীকাশ্বের পুত্র।

অনুবাদ

তারপর দিবাক থেকে সহদেব নামক এক পুত্রের জন্ম হবে, এবং সহদেব থেকে বৃহদশ্ব নামক এক মহাবীরের জন্ম হবে। বৃহদশ্ব থেকে ভানুমানের জন্ম হবে, এবং ভানুমান থেকে প্রতীকাশ্বের জন্ম হবে। প্রতীকাশ্বের পুত্র হবে সুপ্রতীক।

শ্লোক ১২

ভবিতা মরুদেবোঽথ সুনক্ষত্রোঽথ পুষ্করঃ ।
তস্যান্তরিক্ষস্তৎপুত্রঃ সুতপাস্তদমিত্রজিৎ ॥ ১২ ॥

ভবিতা—জন্ম হবে; **মরুদেবঃ**—মরুদেব; **অথ**—তারপর; **সুনক্ষত্রঃ**—সুনক্ষত্র; **অথ**—তারপর; **পুষ্করঃ**—সুনক্ষত্রের পুত্র পুষ্কর; **তস্য**—পুষ্করের; **অন্তরিক্ষঃ**—অন্তরিক্ষ; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **সুতপাঃ**—সুতপা; **তৎ**—তাঁর থেকে; **অমিত্রজিৎ**—অমিত্রজিৎ নামক এক পুত্র।

অনুবাদ

তারপর সুপ্রতীক থেকে মরুদেবের জন্ম হবে; মরুদেব থেকে সুনক্ষত্র; সুনক্ষত্র থেকে পুষ্কর এবং পুষ্কর থেকে অন্তরিক্ষ। অন্তরিক্ষের পুত্র সুতপা এবং তাঁর পুত্র হবেন অমিত্রজিৎ।

শ্লোক ১৩

বৃহদ্রাজস্তু তস্যাপি বর্হিস্তস্মাৎ কৃতঞ্জয়ঃ ।
রণঞ্জয়স্তস্য সুতঃ সঞ্জয়ো ভবিতা ততঃ ॥ ১৩ ॥

বৃহদ্রাজঃ—বৃহদ্রাজ; **তু**—কিন্তু; **তস্য অপি**—অমিত্রজিতের; **বর্হি**—বর্হি; **তস্মাৎ**—বর্হি থেকে; **কৃতঞ্জয়ঃ**—কৃতঞ্জয়; **রণঞ্জয়ঃ**—রণঞ্জয়; **তস্য**—কৃতঞ্জয়ের; **সুতঃ**—পুত্র; **সঞ্জয়ঃ**—সঞ্জয়; **ভবিতা**—জন্মগ্রহণ করবে; **ততঃ**—রণঞ্জয় থেকে।

অনুবাদ

অমিত্রজিৎ থেকে বৃহদ্রাজ নামক পুত্রের জন্ম হবে। বৃহদ্রাজ থেকে বর্হি এবং বর্হি থেকে কৃতঞ্জয়ের জন্ম হবে। কৃতঞ্জয়ের পুত্র হবেন রণঞ্জয় এবং তাঁর থেকে সঞ্জয় নামক পুত্রের জন্ম হবে।

শ্লোক ১৪

তস্মাচ্ছাক্যোঽথ শুদ্ধোদো লাঙ্গলস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ।
ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—সঞ্জয় থেকে; **শাক্যঃ**—শাক্য; **অথ**—তারপর; **শুদ্ধোদঃ**—শুদ্ধোদ; **লাঙ্গলঃ**—লাঙ্গল; **তৎ-সুতঃ**—শুদ্ধোদের পুত্র; **স্মৃতঃ**—বিখ্যাত; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **প্রসেনজিৎ**—প্রসেনজিৎ; **তস্মাৎ**—প্রসেনজিৎ থেকে; **ক্ষুদ্রকঃ**—ক্ষুদ্রক; **ভবিতা**—জন্মগ্রহণ করবেন; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

সঞ্জয় থেকে শাক্য, শাক্য থেকে শুদ্ধোদ এবং শুদ্ধোদ থেকে লাঙ্গলের জন্ম হবে। লাঙ্গল থেকে প্রসেনজিৎ এবং প্রসেনজিৎ থেকে ক্ষুদ্রক জন্মগ্রহণ করবেন।

শ্লোক ১৫

রণকো ভবিতা তস্মাৎ সুরথস্তনয়স্ততঃ ।
সুমিত্রো নাম নিষ্ঠান্ত এতে বার্হদ্বলান্বয়াঃ ॥ ১৫ ॥

রণকঃ—রণক; **ভবিতা**—জন্মগ্রহণ করবে; **তস্মাৎ**—ক্ষুদ্রক থেকে; **সুরথঃ**—সুরথ; **তনয়ঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তারপর; **সুমিত্রঃ**—সুরথের পুত্র সুমিত্র; **নাম**—নামক; **নিষ্ঠা-অন্তঃ**—বংশের অন্ত; **এতে**—উপরোক্ত এই সমস্ত রাজারা; **বার্হদ্বল-অন্বয়াঃ**—রাজা বৃহদ্বলের বংশে।

অনুবাদ

ক্ষুদ্রক থেকে রণক, রণক থেকে সুরথ এবং সুরথ থেকে সুমিত্রের জন্ম হবে। এই সুমিত্রই এই বংশের শেষ রাজা। এটিই বৃহদ্বলের বংশের বর্ণনা।

শ্লোক ১৬

ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি ।
যতস্তং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ ॥ ১৬ ॥

ইক্ষ্বাকূণাম্—রাজা ইক্ষ্বাকুর বংশের; **অয়ম্**—এই (বর্ণনা); **বংশঃ**—বংশধরগণ; **সুমিত্র-অন্তঃ**—সুমিত্র এই বংশের শেষ রাজা; **ভবিষ্যতি**—কলিযুগে ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন; **যতঃ**—যেহেতু; **তম্**—তাঁকে, মহারাজ সুমিত্রকে; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **রাজানম্**—সেই বংশের একজন রাজারূপে; **সংস্থাম্**—অন্ত; **প্রাপ্স্যতি**—প্রাপ্ত হবেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কলৌ**—কলিযুগের শেষে।

অনুবাদ

ইক্ষ্বাকু বংশের শেষ রাজা হবেন সুমিত্র। তারপর সূর্যবংশে আর কোন বংশধর থাকবেন না। এইভাবে এই বংশের সমাপ্তি হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশাবলী' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।